কবর --- তোমারে ডাকিছে পিছে

আবু তাহের কমদ্দিন

‘প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর কষ্ট ভোগ করিবে’ --- মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে আল-কোরান -এ একথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। কোনো মানুষ মৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না। কোনো প্রাণীই মৃত্যুর হাত এড়িয়ে অমরত্ব লাভ করেছে --- একথার প্রমাণ ইতিহাসে মেলে না। তাই কবি বলেন---

‘মরণ থেকে যতই পালাও
মরন তোমায় লইবে ঘিরে,
যদিও সুদুর আকাশ প’রে
লুকাও সেথায় লাগিয়ে সিঁড়ি।’

এখন প্রশ্ন হল মৃত্যুর পর কি হবে ? ইসলাম ধর্ম জন্মান্তরবাদ ও পরকালে বিশ্বাসী। ফলে মৃত মুসলমান ব্যক্তিকে কাফন-দাফনের মাধ্যমে কবরস্থ করা হয়। করব দেওয়া হয় এই জন্য যে কবরস্থ উক্ত ব্যক্তিকে কেয়েমতের (পৃথিবীধবংসের) পর হায়রের (মহা-বিচারের) দিন প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কবর থেকে আবারজীবিত করা হবে এলং প্রত্যেকেরক্রিয়াকর্মের নিরিখে পাপ-পুণ্যের হিসাব দেওয়া হবে। তারপর যার স্বর্গ বা নরকে চিরস্থায়ীরূপে বসবাস কবরে। ইসলাম একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হয়ায় এক আল্লার এই নির্দেশকে তারা মেনে নিয়েছে। যদিও এই কবর প্রথা খ্রিষ্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুও করে থাকেন, তবুও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষদের সঙ্গে মুসলমানদের কবর দেওয়ার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে।

বর্তমানে কবরের কবর সম্পর্কিত আলোচনার পূর্বে আমাদের জেনে রাখা দরকার যে, এই কবর প্রথার প্রচল কবে থেকে হল। বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে জানা যায় পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদমের পুত্রদের মধ্যে ঝগড়া হয়। এক ভাই ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে অন্য ভাইকে হত্যা করে। এরপর সম্বিত ফিরে পেয়ে সে ভাবতে থাকে এরপর তাঁর কর্তব্য কী? অর্থাৎ মৃত এই ভাইকে নিয়ে সে কী কবরে। এমন সময় অনতিদূরে সে দেখল চিল জাতীয় একপ্রকার প্রণী মভূমির বালিয়াড়ির মধ্যে পায়ের নখ দিয়ে গর্ত করার চেষ্টা করছে। পরিশেষে সেই প্রাণীটি গর্ত করে অন্য একটি মৃত প্রাণীকে সেই গর্তে ফেলে বালি চাপা দিয়েছিল। এই ঘটনা লক্ষ করে হত্যাকারী ভাইটি মৃত ভাইকে অনুরূপভাবে বালি খুঁড়ে কবর দিয়েছিল। এইভাবেই শু হয় কবর দেওয়ার প্রচলন। কিন্তু একথাও স্মরণে রাখা দরকারযে প্রাচীনকালের সেই প্রথার বহু রূপান্তর ও পরিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে।

কবরের আকৃতি সম্পর্কে প্রচলিত মত হল, কবর মৃত ব্যক্তির চেয়ে সামান্য লম্বা হওয়া দরকার এবং প্রস্থ হবে দৈর্ঘের অর্ধেক। কবরের গভীরতার মৃত ব্যক্তির পুষ ও মহিলার ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা হওয়া দরকার। পুষ মানুষের ক্ষেত্রে কবর মৃত ব্যক্তির নাভি পর্যন্ত এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে কবর মৃত মহিলার বুক পর্যন্ত গভীর হবে।

কবর সাধারণত দুই ধরনের হয়। এক ধরনের কবরকে বলা হয় বগল খোঁড়া ও অন্য আর একপ্রকার কবরকে বলা হয় সিন্দুকী কবর। অবশ্য মাটির অবস্থা বিবেচনা করে এই কবর খোঁড়া হয়। লাশ কবরস্থ করাকে বলা হয় দাফন। পুষ ও মহিলা কবরে শোয়ানোর ক্ষেত্রে দু’ধরনের নিয়ম মেনে চলতে হয়। কবরে নামানোর ক্ষেত্রে মহিলা বা স্ত্রী- লোকদের তারাই নামাবেন যারা তাঁকে বিবাহ করতে পারবেন না। অর্থাৎ ইসলাম শাস্ত্রানুযায়ী সেই মৃত মহিলার সঙ্গে যার যার বিবাহ

নিষিদ্ধ, একমাত্র তারাই কবরে শোয়াতে পারে। এরা হলেন পুত্র, পৌত্র, পিতা, নিজ ভাই, চাচা, দাদু ইত্যাদি। এমনকী এদের অনুপস্থিতিতে কোনো সৎ আদর্শবান বৃদ্ধ মৃত মহিলাকে কবরস্থ করাতে পারেন। কবরে দেওয়ার সময় স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে পর্দা করতে হয়। অর্থাৎ পরিষ্কার কাপড় দিয়ে আড়াল করে কবরে দিতে হয়। কিন্তু পুষের ক্ষেত্রে যে কোনো আত্মীয় পুষ মৃত ব্যক্তিকে বহন করে কবরে শোওয়াতে পারে--- এরজন্য কোনো বিধিনিষেধ জরি নয়। মৃত ব্যক্তিকে কবরে উত্তর দিকে মাথা ও দক্ষিণে পা রেখে শুইয়ে দিতে হয়, এবং লক্ষ রাখতে হয় যেন মৃত ব্যক্তির মুখ থাকে কোবলার (অর্থাৎ পবিত্র তীর্থস্থান মক্কাকাবাঘর) দিকে।

ইসলাম ধর্মে আস্থাশীল মুসলমানদের বিশ্বাস মৃত্যুর পর আত্মার বিনাশ হয় না। মানুষের দৈহিক শরীর বিনষ্ট হয় মাত্র -- কিন্তু প্রকৃত অর্থে কবরে শোওয়ানোর পর মৃতের দেহে তাঁর পূর্ব আত্মাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এবং এই কবরে মৃত ব্যক্তির পূর্বকৃত কৃতকর্মের ফল - ভোগ ঘটতে থাকে। সেইজন্য বলা হয় কবর হল পরকালের প্রথম ধাপস্বরূপ। এই কবরেই বোঝা যায় মৃত ব্যক্তির পরিণাম কি হতে পারে। আল্লা প্রেরিত দূত এবং শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মহম্মদ (মঃ) বলেছেন-- কবর আর কিছুই নয়, এটা নিজের কৃতকর্মের সিন্দুক। এর ভিতর প্রবেশ করলে ইহজীবনের সমস্ত কার্যকলাপ দেখতে প াবে।

প্রত্যেক মানুষ মরণশীল। কিন্তু মানুষ মৃত্যুর কথা স্মরণে আনে না। আমরা পৃথিবীতে সবাসপূর্বক বহুবিধ ভোগ-বিলাসে মত্ত থেকে জীবন অতিবাহিত করি। অথচ এমন একদিনও নেই, যেদিন কবর মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় না যে, একসময় তে ামাকে আমার কাছে আসতে হবে। অক্ষয় কীর্তির অভিলাষী মানুষ দর্পভরে কবরকে অস্বীকার করে। কিন্তু বাস্তব হল আম াদের জীবন ত্রিতরের মধ্যে দিয়ে গমনাগমন করতে থাকে। জন্মের পূর্বে মানুষ অবস্থানকরে মাতৃগর্ভে, জন্মগ্রহণ করার পর পৃথিবীর গর্ভে এবং মৃত্যুর পর কবরের অন্ধকার মাটির গর্ভে। সেইজন্যই বলা হয়েছে প্রত্যেক মানুষকে কবর আহ্বান করে বলতে থাকে --- আমাকে স্মরণ কর। সে আরও বলে---- "আনা বায়তুলগারবাতো অ-আনা বায়তুল্ ওয়াদ দাতা অ-আনা বায়তুত্ তোবাবে অ আনা বায়তুদ

দুদে অ - আনা এইজা দাফেনীল্ আব্দোল্ মুমেনো কালো

লাহো কাব্রো মারহাবা।" -- (আল - কোরান)

অনুবাদ--- 'আমি গরিব (নিরাশ্রয়) গৃহ, আমি একত্ববাদীর গৃহ, আমিই মৃত্তিকার, আমিই কীট-পতঙ্গ ও পিপীলিকার গৃহ। যখন মোমেন বান্দাকে দাফন করা হয়, তখন তাহাকে ধন্যবাদ (মারহাবা) জ্ঞাপন করিতে থাকি।'

শুধু তাই নয়, হাদিসে (হজরত মুহাম্মদ (মঃ)-এর বাণী) আছে যে, মানুষকে কবরস্থ করার পর যখন কোনো মানুষ কবরের সন্নিকট দিয়ে গমন করে. তখন সেই কবরবাসী পথচারী মানুষের জুতোর আওয়াজ পর্যন্ত শুনতে পায়। এবং উক্ত মৃত ব্যক্তি বলতে থাকে হে অমনোযোগী, আমি যা জানতে পেরেছি--- তুমি যদি তা জানতে, তাহলেনিশ্চয় তোমার মাংস শরীরের ওপর খুলে যেত এবং তোমার চর্বিও দেহের ওপর গড়িয়ে পড়ত। সুতরাং বলা যায় মৃতব্যক্তির (মুসলমানের) জন্য কবর যেমন অনিবার্য---তদরূপ এও সত্য যে কবরবাসী জীবিত।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, মৃতব্যক্তিকে করবস্থ করার নামই দাফন। এই দাফনের পর মৃত ব্যক্তির নির্জীব দেহে আত্ম াকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আত্মা দু-ধরনের---কিন্তু দ্বিবিধ হলেও একবস্তু। যথা হ্ ও রওয়া (আত্মা ও অনুআত্মা)। তবে এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, আত্মার বিচ্ছেদ হলে শারীরিক সক্ষমতা নষ্ট হয়। অন্যদিকে রওয়া (অনুআত্মা) ঘুমন্ত অবস্থায় দেহ থেকে নির্গত হলেও চৈতন্য প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দেহে ফিরে আসে। সেইজন্যই বোধহয় হিন্দুমতে আত্মাকে পঞ্চভূত বলে। অনুআত্মার বিচ্ছেদে শরীরে শক্তি বহাল থাকে, কিন্তু আত্মার বিচ্ছেদে মৃত্যু ঘটে। বলাবাহুল্য, মৃত্যুর সময় ভিন্ন আত্মা মানব শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না বা অন্যত্র গমন করে না। একটাউদাহরণ দিলে স্পষ্ট হয়। জল যখন কোনো বড় পাত্রে থাকে এবং তাতে সূর্যের রশ্মি পড়লে দেখা যায় উক্ত রশ্মির প্রতিচ্ছবি দুলতে থাকে। বাস্তবে কিন্তু কেউ সেই প াত্রকে নাড়াচাড়া করছে না। অনুআত্মাও ঘুমন্ত অবস্থায় শরীর থেকে নির্গত হয়ে যায় এবং সে অনেক কিছু দর্শন করে--- একেই বলা হয় স্বপ্ন। স্বপ্নভঙ্গের পরে সে আবার শরীরে ফিরে আসে। মুসলমান ধর্মমতে কবরস্থ মৃত ব্যক্তির দেহে পুনরায় আত্মাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় তাঁর প্রশ্নোত্তর পর্বের জন্য।

এখন প্রশ্ন হল মৃত ব্যক্তি কবরে কিরূপ অবস্থায় থাকে ? কোনো মানুষ মৃত্যুর পর যখন কবরের মাটিতে প্রবেশ করে তখন

পুনরায় তাঁর দেহে আত্মাকে প্রবেশ করিয়ে প্রশ্ন করা হয়। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন কবরে কি মৃত ব্যক্তি জীবিত থাকে ? উত্তরে এককথায় বলা যায় --- হ্যাঁ, বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থে ব্যাখ্যাত হয়েছে যে, কোনো ধার্মিক, সৎ মুসলমানের কবরের কাছে গিয়ে যদি কোনো ব্যক্তি সামাল দেয়--- তাহলে সেই কবরবাসী সামালের উত্তর দেয়। মুসলিম ধর্মমতের বিখ্যাত ইমাম সুবকী তাঁর শিক্ষামৈ সিকামে--- গ্রন্থে এপ্রসঙ্গে বলেছেন, মৃত্যুর পর রূপ জীবিত ওসে জানিতে পারে---এটাই সমস্ত মুসলমানের মত, অর্থাৎ বলা যায় যখন কোনো মানুষের মৃত্যু ঘটে তখন সে ইহলোক বা পৃথিবীলোকে পরিত্যাগ করে অদৃশ্য লোকে পৌঁছে যায়, তাকে কবরস্থ করা হোক না হোক-- কারণ মৃতদের মাঝে অনভূতি এবং চেতনা বজায় থাকে। নবীকুলের শ্রেষ্ঠ শিরোমণি হজরত মহম্মদ (সঃ) বলেছেন যে, মৃত লোকদিগকে বাহ্যত আমরা প্রাণহীন মনে করলেও অ াসলে তাঁরা জীবিতই। হজরত সঈদ ইবলে জোবায়ের (রাঃ) বলেছেন যে, কোনো লোক মৃত্যুর পর যখন কবরে প্রবেশ করে তখন তাঁর মৃত আত্মীয়গণ তাঁকে এমনভাবে সম্বর্ধনা জানায় যেমনভাবে পৃথিবীতে কোনো প্রিয় ব্যক্তির আগমনে গৃহকর্তা সন্তুষ্ট হয়ে অভিবাদন জানায়। উদ্ধৃতি বাড়িয়ে লাভনেই।--- বরং বলা যায় কবরে মৃত ব্যক্তির আত্মা জীবিত থ াকে, যদিও তার দেহ নষ্ট হয়ে যায়। মৃত্যুর পর কবরে প্রবেশ আসলে অবস্থার পরিবর্তন মাত্র। এ সম্পর্কে বলা যায় ম ানুষের মৃত্যুর পর থেকে পৃথিবী ধবংসের পূর্ববর্তী সময়কে বলা হয় 'বরযখ' বা 'অদৃশ্যলোক'। এই 'বরযখ' শব্দের অভিধা নিক অর্থ হল পর্দা বা প্রতিবন্ধকস্বরূপ। কবর হল সেই অদৃশ্যলোকের প্রথম সোপন -- যেখানে মানুষ কৃতকর্মের ফল ভোগ করে থাকে ।

আমরা অনেকে দেখেছি যে, মুসলমানদের কবর অনেক ক্ষেত্রে পাকা গাঁথুনি - বিশিষ্ট করা হয়। পীরের থানের ক্ষেত্রেও প্র ায় সব কবরস্থানই ইটের প্রাচীন দিয়ে ঘেরা এবং লম্বা গম্বুজ বিশিষ্ট। যদিও এ-বিষয়ে মতভেদ আছে যে এটি বৈধ কিনা? অর্থাৎ কবরকে ইটের গাঁধুনি দিয়ে ঘেরা যায় কিনা? আমরা বিভিন্ন মতাদর্শকে সামনে রেখে বলতে পারি কবরের উপরিস্থলে এই গাঁথুনি বৈধ। অনেক হজরত মুহম্মদ (সঃ)-র একটি হাদিসের করে একটি অবৈধ বলেছেন। উক্ত হাদিসে অ াছে তিনি বলেছেন কবর পাকা করা, তার ওপর ঘর করা নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে। এখানে কবর বলতে তিনি কবরের ভিতরের অংশ অর্থাৎ পৃথিবীর উপরিতলের নীচের স্তরবা মাটির নীচের স্তরকে বুঝিয়েছেন। কবরের ভিতরের অংশ পাকা ইটের গাঁথুনি নিষিদ্ধ। কিন্তু উপরের অংশে গাঁধুনি অধৈব নয়। এর কারণ স্বরূপ বলা যায় আরব দেশ অন্ধকারময় যুগে অমুসলিম কবরের ওপর অবিকল ঘর তৈরিকরত এবং সেই স্থানকে উপাসনাস্থল হিসাবে গড়ে তুলত। এখন অবশ্য এরূপ ঘর তৈরির প্রচলন খ্রিস্টানদের মধ্যেআছে। কলকাতার পার্ক স্ট্রিটে রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের সমাধিক্ষেত্রে এরূপ ঘরযুক্ত কবরের দৃষ্টান্ত মেলে। সেইজন্য মুসলমানদের কবরের উপরিভাগে ইটের গাঁধুনি দেখা যায়-- যে বৈধ না অবৈধ তা নিয়ে প্রচিহ্ন থাকলেও বলতে পারি যে, কবরের উপরিভাগে ইটের গাঁধুনি অবৈধ নয়। এর স্বপক্ষে বলা যায় ফাতাওয়ায়ে তাহতাবী নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে, যদি মৃতের সংলগ্ন পাকা ইউ লাগ ানো হয়, তাহলে এটা অবৈধ হবে। কিন্তুকবরের নিম্নভাগ ব্যতিরেকে অন্যস্থানে পাকা ইটের লাগানো হয়, তাহলে এটা অবৈধ হবে। কিন্তু কবরের নিম্নভাগ ব্যতিরেকে অন্যস্থানে পাকা ইটের গাঁধুনি লাগালে অবৈধ হবে না। এছাড়াও কবরকে ঘর বানানো, তার উপর বসা, নিদ্রা যাওয়া এবং সেখানে প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করা --- এ সমস্তই নীজাশেষ বা অবৈধ।

এক্ষণে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, কবরের শাস্তি কিরূপ হয়, বা কবরে শোওয়ানোর পর মৃত ব্যক্তির সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করা হয়? এটা অবশ্য স্বীকার্য যে, মুসলমান মৃত ব্যক্তির অদৃশ্য লোকের বা পরকালের প্রথম সোপানহল কবর। এই প্রথম পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হতে পারে তাদের প্রতি সৃষ্টিকর্তার অনুকম্পা বর্ষিত হয়। মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থ করার পর মৃতের দেহে তাঁর আত্মাকে পুনঃপ্রবিষ্ট করিয়ে দেওয়া হয়। তারপর দু'জু দুত কবরস্থ ব্যক্তিকে প্রশ্ন করেন----

---তোমার সৃষ্টিকর্তা কে ?

---তোমার ধর্ম কী?

---তোমাদের কাছে কাকে সৃষ্টিকর্তার দুত স্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছিল ?

---পৃছিবীতে বাসকালীন তুমি কি কি কাজ করেছিলে ? ইত্যাদি

যে ব্যক্তি এসকল প্রশ্নমালার উত্তর সঠিকভাবে দিতে পারেন -- তাদের স্বর্গীয় সুখ অনুভব করানো হয়। তখন স্বর্গীয় বা

বেহেশতী শান্তি ও সুঘ্রাণ অনুভব করতে থাকে এবং তাঁর কবরটিকে মৃত ব্যক্তির দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত প্রসারিত করে দেওয়া হয়। অন্যদিকে যে মৃত কবরবাসী এসকল প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে সঠিক উত্তর প্রদানের অক্ষমতা প্রকাশ করে তাদের নরক বা দোজখের শাস্তি দেওয়া হয়। উত্তরদানে অক্ষম ব্যক্তির জন্য কবরে আগুনের বিছানা করে দেওয়া হয় এবং তাঁর কবরকে এমন সংকুচিত করে দেওয়া হয় যে কবরের মাটির চাপে মৃতের শরীরের পাঁজর এক দিক থেকে অন্যদিকে চলে যায়। এছাড়াও আরও বহুবিধ কষ্টকর শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

কবরের আজাব সত্য। এ সম্পর্কে মুসলমান ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন পন্থীগণও কবরের আজাব বা শাস্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন বক্তব্যকে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছে। এইজন্যই বোধহয় ইতিহাস খ্যাত মুসলমান প্রতিনিধি বা ইসলামের চতুর্থ খলিফা হজরত ওসমান গনি (রঃ) কে দেখা যেত তিনি যখন কোনো কবরের কাছ থেকে যাতায়াত করতেন, তখন বেশি করে কাঁদতেন এইজন্য যে --- এটা হল মৃত্যুর পর পরলোকের প্রথম সিঁড়ি। যে ব্যক্তি কবরে মুক্তি লাভ করে পরবর্তীতে তাঁর স্বর্গলাভে কঠিনতার সম্মুখীন হতে হয় না। ফলে বলা যায় কবরের খবর যেমন সত্য... তেমনই তার শাস্তিও অনিবার্য সত্য।

কবরের শাস্তি যদি সত্য হয় তাহলে প্রশ্ন উঠে আসে জীবিত মানুষ কেন স্বচক্ষে দেখতে পায় না ? আমরা জানি কবরস্থ মৃত ব্যক্তির আওয়াজ জ্বীন ও রক্ত মাংসের জীবিত মানুষ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত প্রাণী শুনতে পারে। আমাদের কৌতূহল হয় যে, এ-দুই জাতির মধ্যে কী রহস্য রয়েছে যে এরা কবরের আওয়াজ শুনতে পায় না ? আসলে মানুষ যদি কবরের আওয়াজ অনুধাবন করতে পারত বা কবরের শাস্তি সম্পর্কিত খবরাখবর শুনতে পেত-- তাহলে মানুষ সৃষ্টিকর্তার প্রতি নিজেদের মনকে দৃঢ় করে রাখত। পৃথিবীর অন্য সমস্ত ক্রিয়াকর্ম পরিত্যাগ করে মানব সম্প্রদায় তখনস্রষ্টার উপাসনায় নিজেকে সর্বদা ব্যাপ্ত রাখত। এইজন্যই পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তা কবরের খবর মানুষের কাছে অবিদিত রেখেছেন।

এ প্রসঙ্গে আরও বলা যায় যে, ধর্মের প্রতি, সৃষ্টিকর্তার (অদৃশ্য) প্রতি, তাঁর অদৃশ্য ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাসের নামই ঈমান। সমস্ত কিছুকে গবেষণাগারে পরীক্ষা করে বিশ্বাস করার নাম ঈমান নয়। এ জগতে এমন কিছু বস্তু এখনও আছে যাতে বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়। কথায় আছে 'ধর্মে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর'। আর বিশ্বাস শব্দের অর্থই হল বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করা। এই বিশ্বাসই সৃষ্টিকর্তার কাছে গ্রহণযোগ্য এবং এর বিনিময়ে তিনি 'আল - কোরআন'--এ ঘোষণা করেছেন---

"নিশ্চয় যে সমস্ত লোক আল্লাহকে না দেখিয়াও ভয় করে তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার নির্ধারিত ।"

করের শাস্তি দেখে প্রত্যক্ষ করে তার উপর বিশ্বাস বা ঈমান স্থাপন করা আল্লার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। সেইজন্য তিনি ইসলাম ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ 'আল - কোরঅন-এ' ঘোষণা করেছেন--- "ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের ঈমান গ্রহণ কোনো কাজে আসিবে না, যেহেতু তারা আমার আজাবের (শাস্তির) নির্দেশ সমূহ দেখে ফেলেছে।"

এছাড়াও আও একটি কারন উল্লেখ করা যায়, যেজন্য মানুষ কবরের আওয়াজ কর্ণগোচর করতে পারে নাতা হল, কবরের আওয়াজ এত ভয়ঙ্কর যে মানুষ শুনতে পেলে আত্মসংবরণ করতে না পেরে আতঙ্কে অচৈতন্য হয়েড় পড়ত। এ সম্পর্কে মহানবী বলেছেন---মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরে দেওয়া হয় তখন সে বিলাপ করতে থাকে, তাঁর বিলাপ মানুষ শুনতে পায় না, মানুষ শুনলে চৈতন্য হারিয়ে লুটিয়ে পড়ত। সুতরাং এসকল কারণের উল্লেখের প্রতি দৃষ্টি রেখে বলতে পারি কবরের শাস্তি মানুষের কানে পৌঁছায় না।

কবর সম্পর্কিত খবরে আরও কয়েকটি কথা বলে শেষ করা যায় যে, কবরের মাটি কারও নিজস্ব সম্পত্তি নয়। এটি যৌথ সম্পত্তির অংশ। এখন অবশ্য দেখা যায় কিছু মানুষ বা কতকগুলি পরিবার কিছু কিছু নিজস্ব কবর খানা তৈরি করছে এবং বিভিন্ন উপায়ে সেই কবরস্থানকে সংরক্ষণ করার চেষ্টাও করছে। বর্তমানে কলকাতা পুরসভার অধীনে দুটি বিখ্যাত কবরখানা রয়েছে--- যেখানে কলকাতাবাসী মৃত মুসলিমদের কবর দেওয়া য়। কোনো মৃত ব্যক্তির পরিবার কবরে পাকা ইটের গাঁথুনি করতে ইচ্ছুক হলে তাদের উক্ত জায়গাকে কিনে নিতে হয়। এখন অবশ্য কবরকে সংরক্ষণ ও উন্নত করার জন্য সরকারি উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। এব্যাপারে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম বড় বড় কবরস্থান সংরক্ষণ করার জন্য অর্থ সাহায্য করে থাকে। আমার জনা দু-একটি কবরস্থানের কর্তৃপক্ষ এভাবে সরকারি আনুকূল্যে ও অর্থ সাহায্যে কবরস্থানকে প্রশস্ত ও উন্নততর করেছে।

উদ্ধৃতি ১. নেয়ামুল কোরআন, শামসুল হুদা, ১৯৯৮, পৃ. ৩৯০

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com